নারী দিবস

বেনু

আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমন জাগিল উষার আকাশে———।

সকাল ৭ টায় ঘর থেকে বের হয়ে এই প্রখর চৈত্র মাসে মনটাই আনন্দে ছেয়ে গেল। আকাশ মেঘলা, প্রকৃতিতে বসন্ত যদিও তা এখন বাংলাদেশের ঢাকা শহরে অনুভব করা যায় না।

সংসদ ভবনের দক্ষিন প্লাজায় আজ মহিলা পরিষদের সমাবেশ উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তায় প্যান্ডেল সাজানো হচ্ছে। কারণ আজ সেখানে ম্যাডাম খালেদা জিয়া আসবেন,একজন নারী যিনি জানেন ই না যে একজন নারীর জন্য স্বাধীনতা দিতে হলে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিদিন ই দেশে নারীদের কি চরম দশা আমরা দেখছি কিন্তু তার প্রতিকার কিছুই হচেছনা। আজকেই নারীদিবস অথচ কি নৃশংসভাবে আজ পত্রিকায় দেখলাম একজন ডাক্তার তার কাজের মেয়ে সহ খুন হয়েছে। কয়েকমাস আগে আমরা দেখেছি স্কুলের শিক্ষক খুন হয়েছেন আর তার মেয়ে। কিন্তু আমরা শুধুই জানি খুন হয়েছে , কিছুদিন পর সেটা আর জানতেই পারিনা কে সত্যিকারের দোষী? আর একটা ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় যে ঠিক ওই সময় তাদের স্বামীরা বাসায় থাকেন না। আমি জানিনা সত্যিকারের রহস্য টা কোথায়? তবে কেন যেন উচাটন মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে যায় ।

নারী দিবসে কত জায়গায় কত অনুষ্ঠান করবে আজ তা দেখলাম পেপারে । ভাবলাম আদৌ কি এর সত্যিকারের সারমর্ম বুঝে এটা পালিত হয় নাকি গতানুগতিক ? করতে হবে বলে করা কারণ কাজটা তো করছে নারী প্রতিষ্ঠানে !!তাইভেতর থেকে বোধ জাগুক আর না জাগুক, লোক দেখাতে হবে এই জন্য। কারণ এই বাংলাদেশে এখন ঘরে ঘরে মেয়েদের যেভাবে পর্দার ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে সেখানে তাদের জাগ্রত করার , অধিকার বুঝে নেবার সুযোগকোথায়? কে দেবে এই সুযোগ? যাদের দেবার ক্ষমতা আছে তাদের জাগতে হবে আগে, তাদের আগে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হতে হবে । নইলে নারী দিবসে শুধুই আলোচনা আর লোকদেখানো র‍্যালী, সমাবেশ ইত্যাদি করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললেও আমাদের দেশে নারীরা , নারীই রয়ে যাবে মানুষ হবেনা আর সচেতন ও হবে না। এটা একটা চরম পরিহাস ই থাকবে এ দেশের নারীদের জন্য যদি না বাস্তবমুখি কাজ না করে । আজকের দিনটাই শুধু নারীদিবস না হয়ে প্রতিদিন ই যেন নারীদের দিবস হয় এই প্রত্যাশা করা কি খুব বেশি চাওয়া?